উচ্চ বিদ্যালয় শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

DEC. 24 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলে ভর্তি সমস্যা

রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলো রমজানের ছুটির শেষে খোলার পরপরই শুরু হবে ভর্তি মৌসুম। গতকাল থেকেই কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হবে ৮, ১০ ও ১২ জানুয়ারী। বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা কোন কোনটায় ডিসেম্বরের শেষ দিকেই শুরু হবে। এখন অভিভাবকরা সন্তানদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। দিন যত এগিয়ে আসছে, অভিভাবক মহলে উদ্বেগ ততো বাড়ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন নামী-দামী স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য নানা উপায়ে জোর তদবির শুরু হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ইতোমধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের সুপারিশও হয়ে গেছে। একটি নামী স্কুলের চেয়ারম্যান নবনির্বাচিত একজন এমপির বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, তদবিরের চাপ এতই বেশী যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তদবিরের মাধ্যমে ভর্তির কোনো সুযোগ নেই, একথা ঘোষণা দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আগামী এক-দেড় সপ্তাহ পর অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং তয়-তদবিরের জোর আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, এতে সন্দেহ নেই। কেননা, প্রতিবছরই সরকারী এবং বেসরকারী নামকরা স্কুলগুলোতে সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের সারা বছরের উদ্যোগ-আয়োজন এই সময়টাতে এসে তদবিরে পরিণত হয়। এই তদবির চলে নানা পর্যায়ে, নানাভাবে, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের মাধ্যমে। এছাড়াও রয়েছে ডোনেশনের নামে অর্থের বিনিময়ে তদবির। এ দু'টি যাদের দ্বারা সম্ভব হয় না, তেমন অভিভাবকদের মেধাবী সন্তানদেরও কপালে জুটে না নামী-দামী স্কুলে ভর্তির সুযোগ। শুধু তাই নয়, ডোনেশন দিয়ে, প্রভাবশালীদের দ্বারা তদবির করিয়েও অনেকেই ছেলেমেয়েদের নামী-দামী স্কুলে ভর্তি করাতে ব্যর্থ হন। মাঝখান থেকে তাদের অর্থ ব্যয় ও হয়রানিই সার হয়। অন্যদিকে এই অবস্থার সুযোগে গজিয়ে ওঠা নানা নামের কোচিং সেন্টারগুলো জমজমাট ব্যবসা করছে।

যে কোন দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের ভর্তি সমস্যা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষা লাভের অধিকার মৌলিক, নাগরিক ও মানবিক অধিকার। এই অধিকার অবারিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকারকে পালন করতে হয়। প্রতিবছর দেশে ভর্তি সমস্যা বেড়ে চলেছে। অভিভাবকদের হয়রানি ও অর্থ ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যেসব অভিভাবক তদবির এবং অর্থ ব্যয় কোনটাই করতে পারেন না, তাদের হতাশাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। বরং, পাঁচশ' সীটের জন্য ১৫/২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, পরীক্ষার দিন গোটা এলাকায় জনারণ্য সৃষ্টি হচ্ছে– এসবই যেন খুব মজার বিষয়, দর্শনীয় বিষয়– ভাবটা অনেকটা এরকম। অথচ, এ ঘটনা জাতি হিসেবে সভ্যতার মাপকাঠির নিরিখে আমাদের অবস্থানকে পিছিয়ে নিয়ে যায়– এই সরল সত্যটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকার– কেউই অনুভব করছেন না। আর তাতে করে, এদেশে একাধিক মানের শিক্ষা চালু হয়েছে এবং চালু রয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকরা ভাল নামী-দামী স্কুল, মাঝারি মানের স্কুল এবং নিম্নমানের স্কুল– এই তিন মানের স্কুলে তিন মানের শিক্ষা লাভ করে তিন প্রকারের মেধা ও মননসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শেষোক্ত মানের সংখ্যাই সর্বাধিক। ফলে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষা-দীক্ষার সার্বিক মান আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে। প্রভাবশালী ও অর্থবিত্তধারীদের সন্তানরাই মাত্র ভাল মানের শিক্ষা পাচ্ছে। আরো রয়েছে ইংলিশ স্কুলগুলোর প্রায় বিদেশী মানের শিক্ষা এবং এখানে যারা পড়ালেখা করছে, উচ্চ শিক্ষার জন্য তাদের দৃষ্টি বিদেশী শিক্ষাঙ্গনের প্রতি।

একটি ইউনিফর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা কিংবা সবার জন্য একই মানের শিক্ষা চালু করাটা, আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে চাইলে সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান কাজ হতে হবে। রাজধানীসহ দেশের সবগুলো স্কুলে একই মানের শিক্ষা চালু করাটা হয়তো রাতারাতি সম্ভব নয়; তবে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের নিরিখে তা অপরিহার্য এবং যা অপরিহার্য তা অবশ্যই সম্ভব। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রতিটি স্কুলে একই মানের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে ভর্তি সমস্যার অস্তিত্ব প্রায় থাকবেই না বলা যায়। এরপর শুধু প্রতি বছর বর্ধিত হারের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাঙ্গনের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে হলে মেধাবী, যোগ্য-দক্ষ শিক্ষক আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী, সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণে আকৃষ্ট হয়, সেজন্য এই পেশায় আর্থিকসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন করা এবং এই পেশায় নবাগতদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে যোগ্য, দক্ষ করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে বলতে বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেতনের একটা বড় অংশই এখন সরকারী কোষাগার থেকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এর সাথে আরো কিছু যুক্ত হলে এবং স্কুলগুলোর ব্যবস্থাপনায় যোগ্যতা ও দক্ষতা যুক্ত করা গেলে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হবে।